লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

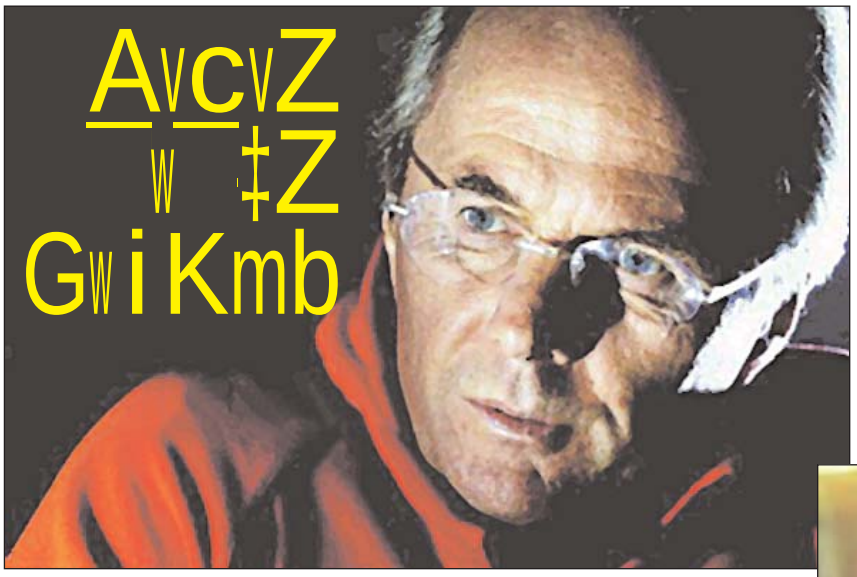

বছর দুয়েক আগে টিভি উপস্থাপিকা উলরিকা জনসনের সঙ্গে অ্যাফেয়ার নিয়ে হুমকির মুখে পড়ে ইংল্যান্ডের সুইডিশ কোচ সভেন গোরান এরিকসনের চাকরি। এফএ'র তদন্তের পর সে যাত্রায় বেঁচে যান তিনি। বেঁচে গেলেন এবারও। এএফ সেক্রেটারি ফারিয়া আলমের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে 'এরিকসনকে জিজ্ঞেস করার মতো কোনো প্রশ্ন নেই' বলে ১২ সদস্য নিয়ে গঠিত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্যানেল সিদ্ধান্ত নিলে টিকে যায় তার চাকরি।

ঘটনার সূত্রপাত ১৮ জুলাই। বিস্ফোরণটি ঘটায় ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় সংবাদপত্র নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড। তাদের প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়, এফএ'র সেক্রেটারি ফারিয়া আলমের সঙ্গে ইংল্যান্ডের কোচ এরিকসনের প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের কথা। দু'জনের সঙ্গে কথা বলে দু'দিন পর এফএ'র মুখপাত্র ঘোষণা দেন, এরিকসন ও ফারিয়ার সঙ্গে কখনো কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এর ৫ দিন পর অর্থাৎ ২৫ জুলাই নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফারিয়ার কিছু ই-মেইল প্রকাশ করে। বন্ধুদের কাছে লেখা এসব ই-মেইলে এরিকসনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ফারিয়া খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে। এরপরই এরিকসনের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ৫ আগস্ট বোর্ড মিটিং ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় এফএ।

ঘটনা শুরুর পরবর্তী দু'সপ্তাহ সব কিছুই যাচ্ছিল এরিকসনের বিপক্ষে। এফএ সেক্রেটারির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এফএ) অন্ধকারে রাখার জন্য তার কেরিয়ার ঝুলছিল সুতোয়। পত্র-পত্রিকাগুলোও ছিল তার বিপক্ষে। চাকরি চলে যাওয়া তখন সময়ের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল। ১ আগস্ট বদলে যায় দৃশ্যপট। আবারও বোমা ফাটায় নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড। তারা দাবি করে ফারিয়া আলমের সঙ্গে কোচ এরিকসন ও এফএ'র প্রধান নির্বাহী মার্ক প্যালিওস দু'জনেরই সম্পর্ক ছিল। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র জেনে ফেললে তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করে এফএ। অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টর অব কমিউনিকেশন্স কলিন গিবসন নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডকে বলেন, তারা যেন এরিকসনের ঘটনা প্রকাশ করার বিনিময়ে প্যালিওসের ঘটনা চেপে যায়। মুহূর্তে জনমত ঘুরে যায় এরিকসনের পক্ষে। জনরোষে পড়ে প্যালিওস। ফলশ্রুতিতে ঐ দিনই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। একই সঙ্গে পদত্যাগ করেন গিবসনও। পদত্যাগ করেন ফারিয়া আলমও।

তবুও নিশ্চিত ছিল না এরিকসনের ভাগ্য। নিজের পরিণতি জানার জন্য ৫ আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সে দিন লন্ডনের লিওনার্দ হোটেলে মিটিংয়ে বসেন এফএ'র ১২ সদস্যবিশিষ্ট প্যানেল। প্রায় সাড়ে ৬ ঘন্টা মিটিং শেষে এফএ সিদ্ধান্ত নেয়, ফারিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে এরিকসনকে জিজ্ঞেস করার মতো কোনো প্রশ্ন নেই। এ সিদ্ধান্তের ফলে ১৮ জুলাইয়ের পর প্রথমবারের মতো নির্ভারচিত্তে রাতে ঘুমুতে যান ইংল্যান্ডের কোচ।

অবশ্য পুরো ঘটনার সময় ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন এরিকসন। মাইকেল ওয়েন ছিলেন এদের অগ্রগণ্য। এফএ এরিকসনকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলে হাঁফ ছাড়েন ওয়েন। নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডকে মাইকেল ওয়েন বলেন, 'আমার ১০০% সমর্থন সব সময়ই তার পক্ষে। শ্রদ্ধার কোনো ঘাটতিও নেই। পুরো ঘটনায় আমি তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে তার বিকল্প নেই। এভাবে বারবার তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি করলে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের জন্য সেটা খুব সুখকর হবে না।'

এরিকসনের টিকে যাওয়ার এটাও একটা কারণ। ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে তিনি বেশ ভালো করছেন। জাতীয় দলের খেলার স্টাইল

15 eQ‡ii †eZb `ÖmßvnB Kwg‡q wb‡"Qb dvwiqv

পাল্টে দিয়েছেন তিনি। যদিও সর্বোচ্চ সাফল্য পাচ্ছেন না। ২০০২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হেরে শেষ হয় ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ মিশন। এ বছর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেরও সেমিফাইনাল স্টেজে পৌঁছাতে পারেনি ইংল্যান্ড। তবুও তাদের খেলা মন জয় করেছে সমর্থকদের। আগামী বিশ্বকাপে শিরোপার জন্য চমৎকার এক দল গড়ার জন্য ইংরেজরা অনেকাংশে এরিকসনের ওপর নির্ভরশীল। সে কারণেও এ মুহূর্তে তাকে বরখাস্ত করেনি এফএ।

তবে এটাও ঠিক, পুরো ঘটনা এরিকসনের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। এ চাপ থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে মাঠের ফলাফল। আগামী মাসে অস্ট্রিয়া ও পোল্যান্ডের বিপক্ষে

বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচে খেলবে ইংল্যান্ড। এ দু'ম্যাচের পজিটিভ রেজাল্ট এরিকসনের কোচের আসন পাকাপোক্ত করবে। না হলে আবারও হুমকির মুখে পড়তে পারে তার চাকরি।

যাকে নিয়ে এতো ঘটনা-রটনা, সেই ফারিয়া আলম কিন্তু বহাল তবিয়তেই আছেন। বাঙালি বংশোদ্ভূত এই ললনা মিডিয়ায় স্বীকার করেছেন এরিকসনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। প্যালিওসের সঙ্গে সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করেননি। এফএ সেক্রেটারি হিসেবে বছরে তিনি বেতন পেতেন ৩৫ হাজার পাউন্ড। সভেন গোরান এরিকসন ও মার্ক প্যালিওসের সঙ্গে তার সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে দুটি ট্যাবলয়েডে প্রকাশ করার সিদ্ধাŠ নিয়েছেন ফারিয়া। নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এবং মেইল অন সানডেকে কাহিনী বলার বিনিময়ে তিনি প্রায় ৫ লাখ পাউন্ড পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ১৫ বছরের বেতন দু'সপ্তাহেই কামিয়ে নেবেন তিনি।

এরিকসনের পুরো ব্যাপারটায় ইংলিশ প্রেসের চরিত্র আরো একবার উন্মোচিত হলো। প্রথমে তারা ছিল এরিকসনের বিপক্ষে। একতরফাভাবে পুরো ঘটনায় দোষারোপ করেছে এরিকসনকে। নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে কলিন গিবসনের চুক্তিনামা পরে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তারা সমঝোতায় পৌঁছেছিল যে, এরিকসনের কাহিনী প্রকাশিত হবে। চেপে যাওয়া হবে প্যালিওসের ঘটনা। এ ঘটনা প্রকাশিত হলে প্যালিওস পদত্যাগ করেন। তখন পুরো প্রেস ছোটে প্যালিওসের পেছনে। আর সেলিব্রেটিদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা তো তাদের পুরনো বদভ্যাস। এটা অব্যাহত থাকলে এরিকসন নিজেই ইংল্যান্ডের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন বলে স্বয়ং তারকা স্ট্রাইকার মাইকেল ওয়েন আশঙ্কা করছেন।

যা হোক, এরিকসন-ফারিয়া-প্যালিওস প্রেমকাহিনীর আপাতত সমাপ্তি ঘটেছে। তবে পুরো ঘটনায় এফএ'র ইমেজ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরিকসনের ইমেজও। সব ইমেজ পুনরুদ্ধারের জন্য মাঠে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ইতিবাচক ফলাফল জরুরি। ১৮ আগস্ট ইউক্রেনের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচের পর সেপ্টেম্বরের শুরুতে অস্ট্রিয়া ও পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০০৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ দুটির দিকে ইংল্যান্ডের সমর্থকরা তাই আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকবে।

এ সপ্তাহের খেলাধুলা

হকিতে আশার আলো

বিদেশী কোচ ও ট্রেনারের জন্য হকি ফেডারেশনকে ৩৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা দেবে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক। জনপ্রিয়তা ও মানে ক্রিকেট-ফুটবলের চেয়ে অনেক দূর পিছিয়ে থাকা হকি এর মাধ্যমেই দেখছে আশার আলো।

এক সময় এ দেশে হকির ভালো জনপ্রিয়তা ছিলো। স্কুল পর্যায়ে প্রচলন ছিলো এ খেলার। জাতীয় দলও ভারত, পাকিস্তানের মতো পরাশক্তিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা উপহার দিতো। হকি স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রোটার্ফও বসেছে বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু এ পর্যন্তই। আর এগোয়নি হকি। অ্যাস্ট্রোটার্ফ মলীন হচ্ছে। ম্লান হচ্ছে হকির মান। আর জনপ্রিয়তা তো শূন্যের কোঠায়। অন্ধকারের অতল গহ্বরে এতোদিন নিজেকে খুঁজেছে হকি। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য ত্রাতা হয়ে এসেছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক।

আর্থিক সহায়তা পাবার পর হকি ফেডারেশন ইতিমধ্যে পাকিস্তান জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় কামার ইব্রাহিমকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে। তিনি তার পছন্দমতো একজন ফিজিক্যাল ট্রেনার আনবেন। কোচ ও ফিজিক্যাল ট্রেনারের মাসিক বেতন যথাক্রমে ২ হাজার ও ১ হাজার ডলার। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এ বেতন দেবে। ২০০৬ সালের এশিয়া কাপ পর্যন্ত এ সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দেখা যাক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এ উদ্যোগের ফলে কামার ইব্রাহিমের হাত ধরে এ দেশের হকির পুনরুজ্জীবন ঘটে কি না।

পারলো না চীন

এশিয়া কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান হতে পারলো না চীন। ৩-১ গোলে তাদের হারিয়ে শিরোপা অক্ষুণ্ন রেখেছে জাপান।

বিশ্ব ফুটবলে চীন দ্রুত উঠে আসুক, এমন প্রত্যাশা ফিফার। বিশ্বকাপে চীন কোয়ালিফাই করতে না পারায় ফিফা সভাপতিকে হা-হুতাশ করতে শোনা যায়। কারণ বিশাল জনগোষ্ঠীর এ দেশে ফুটবল ছড়িয়ে দিতে পারলে খেলাটির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। সে জন্য চাই সাফল্য। খেলার মাঠের সাফল্য। সেখানে বরাবরই ব্যর্থ চীনারা। এবার সুযোগ এসেছিলো। খেলা ছিলো নিজেদের মাটিতে, উঠেছিলো ফাইনালে। সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চিরশত্রু জাপান। চিরশত্রু বললেও কম বলা হয়। গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে চীনের আধিপত্য ছিলো জাপানিদের। সে সময় চীনাদের প্রচন্ড অত্যাচার করেছিলো জাপানিরা। ইংরেজ-পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা কালের বিবর্তনে বাঙালিরা ভুলে গেছে। জাপানিদের কথা চীনারা আজও ভোলেনি। তাই ফুটবল মাঠে তাদের হারিয়ে প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ ছিলো চীনারা। কিন্তু ব্যর্থ তারা। ১-৩ গোলে হেরে যন্ত্রণার ক্ষতটা শুধু বড়ই হয়েছে চীনাদের ফাইনালে শুরুটা দুর্দান্ত ছিলো চীনের। একের পর এক আক্রমণে তারা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে জাপানি ডিফেন্ডারদের। কিন্তু খেলার ধারার বিপরীতে ২২ মিনিটে তাকাশি ফুকুনিশির হেডে পিছিয়ে পড়ে চীন। ৩১ মিনিটে লি মিং গোল করে খেলায় সমতা ফেরায়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে কোজি নাকাতা ও ইনজুরি টাইমে কেইজি তামাদার গোলে শিরোপা নিশ্চিত করে জাপান। হিদেতোশি নাকাতা, শিনজি ওনো, ইনামোতো, তাকাহারোর মতো তারকাদের ছাড়া চ্যাম্পিয়ন হয়ে জিকোর জাপান প্রমাণ করেছে এশিয়ান ফুটবলে এখন তাদের ধারেকাছেও কেউ নেই।

সংশপ্তক লারা

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যে যোদ্ধা লড়াই করে সেই সংশপ্তক। গত কিছুদিন ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এমন বাজে ক্রিকেট খেলছে যে, অধিনায়ক লারার করুন পরিণতি নিশ্চিত। তবুও ঘোষণা দিয়েছেন অধিনায়কত্ব ছাড়ছেন না তিনি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে। চতুর্থ টেস্টে লারা রেকর্ড ভাঙা ৪০০ রান না করলে হয়তো হোয়াইটওয়াশ হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর বাংলাদেশকে হারাতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ইংল্যান্ড সফরে ফাইট ব্যাক করা ক্যারিবীয় ক্রিকেট তথা অধিনায়ক লারার জন্য ছিলো জরুরি। কিন্তু এখানেও ব্যর্থ তারা। প্রথম দই টেস্টেই ২০০-র অধিক রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলের এ বাজে ফলাফলের জন্য গ্রেট ভিভ রিচার্ডস লারার পদত্যাগ দাবি করেছেন। অন্যান্য সাবেক ক্রিকেটারও তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। কিন্তু লারা অবিচল। অধিনায়কত্ব ছাড়বেন না তিনি। লারা পদত্যাগ করলেই যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট সঠিক পথে ফিরে আসবে এমন নয়। তাছাড়া তার যোগ্য কোনো রিপ্লেসমেন্টও নেই। পূর্বসূরিদের গৌরব ফিরিয়ে আনতে অধিনায়ক পরিবর্তন নয়, বরং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ক্রিকেট কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের দিকে নজর দেয়া উচিত ক্রিকেট বোর্ডের।

শাহেদ কামাল